দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...07 OCT 1995...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# ভর্তি সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শহিদুল ইসলাম

সরকার এ বছর ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে এইচএসসি শ্রেণীতে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে গত ২৫শে আগস্ট তারিখে। রাজধানীর ৩০টি কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এবং শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হকের সভাপতিত্বে গত ২৪শে আগস্ট '৯৫ বৃহস্পতিবার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কলেজে ভর্তি পরীক্ষার নামে নিশ্চয়তা দিয়ে কোচিং সেন্টারগুলোর জমজমাট ব্যবসা রোধ, ভর্তির সংকট দূর করা, ছাত্র–ছাত্রী অভিভাবকদের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেয়া, রাজনৈতিক প্রভাব ও তদবির বন্ধ করা, সমমানের কলেজগুলোতে মেধাবী ছাত্রদের সুযোগ দান ইত্যাদি কারণে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে প্রকাশ। ভর্তি পরীক্ষার বদলে কলেজগুলো এখন মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে আবেদনপত্র বিলি করবে। এরপর গত ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সরকারের সে সিদ্ধান্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় অর্থাৎ ডিগ্রি পাস ও স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোন পর্যায়ে আর ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে না। আগের পাবলিক পরীক্ষাসমূহে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধানুসারে ভর্তি করা হবে। শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হকের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিসকের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানগণ এবং ঢাকার বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দের উপস্থিতিতে গত সোমবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতা সরকার রাখে না। শিক্ষা সচিব জানান যে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে। এ সভায় যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলো হল ঃ

১. নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন করতে হবে,

২. ভর্তির জন্য পৃথক ভর্তি পরীক্ষা নেয়া যাবে না,

৩. কোনো ফিস গ্রহণ করা যাবে না,

৪. সকল বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি এবং মেডিক্যাল কলেজসমূহে এভাবে মেধা ক্রমানুসারে ভর্তির জন্য সুপারিশ করা হয় এবং এ উদ্দেশ্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ভর্তি সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি ও নীতিমালা যথা শিগগির সম্ভব সংশোধন করবে;

৫. ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন সমন্বয় করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, সংশ্লিষ্ট উপাচার্য ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচনের সমন্বিত সময়সূচী নির্ধারণ করবে,

৬. উচ্চ মাধ্যমিক পাস বিপুল সংখ্যক উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর স্থান করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি সাহিত্যে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,

৭. চলতি সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণার ৯০ দিনের মধ্যে ভর্তির কাজ সম্পন্ন করতে হবে,

৮. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডসমূহ মার্কশীটের অনুলিপি যথাশিগগির সম্ভব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে,

৯. সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভর্তির আবেদনের জন্য পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষার প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর ধার্য করবেন আবেদনকারীদের সংখ্যা সীমিত রাখার জন্য,

১০. ভর্তির জন্য সরকার কর্তৃক জাতীয়ভাবে নির্ধারিত কোটা ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার কোটা প্রথা থাকবে না,

১১. যেহেতু ভবিষ্যতে শুধু পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা হবে, সেইহেতু পাবলিক পরীক্ষাসমূহকে আরো উন্নত, সুষ্ঠু, বস্তুনিষ্ঠ ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়।

সকল সিদ্ধান্তে সবাই একমত হবে, এমন আশা করা ঠিক নয়। তার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি থাকে। ভর্তি–পরীক্ষা ছাড়া পাবলিক পরীক্ষাসমূহে প্রাপ্ত নম্বরের মেধাক্রমানুসারে ভর্তির সরকারি এ সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। সমর্থনের প্রধান কারণ এই যে তাঁরা আশা করছেন যে এতে ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে কোচিং ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে, তা বন্ধ হবে; ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের আর্থিক ও শারীরিক ভোগান্তির অবসান হবে, রাজনৈতিক প্রভাব ও তদবির বন্ধ হবে, ইত্যাদি। কিন্তু সরকারি ঘোষণায় শিক্ষকদের প্রাইভেট ব্যবসার কথা না থাকায় অনেকে ব্যথিত হয়েছেন; বেশির ভাগ মানুষই শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো পছন্দ করেন না। প্রাইভেট পড়ানোর যে উদ্দেশ্য সেখানে তা থাকে না– একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও অভিভাবকগণ বাধ্য হন সন্তানদের তাঁদের কাছে পাঠাতে। 'কোচিং সেন্টারের' মত 'প্রাইভেট সেন্টারের' প্রতিও জনসাধারণ ক্ষুব্ধ। সরকার কোচিং সেন্টারের প্রতি যেভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, প্রাইভেট সেন্টারের প্রতি তার ততোধিক নীরবতা মানুষকে বিস্মিত করেছে।

এ সম্পর্কে গত ২০শে আগস্ট দৈনিক 'সংবাদ'–এ প্রকাশিত অরূপ দত্তের প্রতিবেদনটির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। 'প্রতারণার নানা ফাঁদ ঃ জিম্মি নিরীহ মানুষ ঃ পরীক্ষা না দিয়েও চলে ভর্তি, প্রাইভেটের নামে নোট বিক্রি, কোচিং–এর নামে অবাধ ব্যবসা' নামের ঐ প্রতিবেদনটি পড়লে গা ছমছম করে। রাজধানীর নামীদামী কলেজের চিত্র সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। সেসব কলেজে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে ফল ঘোষণার সময় শতকরা ২৫ ভাগ আসন শূন্য রাখা হয়। পরে সেগুলো ছাত্রনেতাদের মধ্যে বন্টন করা হয় যার সিংহভাগই পায় ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠন। একটি সূত্রের বরাত দিয়ে আরো জানানো হয় যে সরকারি ছাত্র সংগঠনের শক্তির সরাসরি উৎস স্বয়ং মন্ত্রীমহোদয় এবং সরকারি উচ্চপদস্থ আমলা। সে শক্তির কাছে অধ্যক্ষসহ শিক্ষকবৃন্দ অসহায়। নতিস্বীকার না করার বিকল্প পদত্যাগ। সরকারিদলের নেতাদের চাপে পড়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে ডিঙ্গিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সর্বনিম্ন নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রটিকেও কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি করতে বাধ্য হন। সরকারি ছাত্রদল ছাড়াও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের জন্যও কিছু কোটা নির্ধারিত থাকে।

কোটায় পাওয়া ফরমগুলো বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করে ছাত্র নেতারা। গত বছর একটি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের একটি ফরম ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার ৬ মাস পরেও নাকি ভর্তি হওয়া যায় ঢাকার বড় বড় কলেজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরির বিভিন্ন কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের অধিকাংশ শিক্ষক নাকি ক্লাসে পড়ানোর চাইতে প্রাইভেট পড়ার প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টিতেই বেশি তৎপর। অভিযোগ তোলা হয়েছে যারা প্রাইভেট পড়ান, তাদের অধিকাংশই ক্লাসে সিলেবাস শেষ করার ব্যাপারে যত্নবান নন, পরীক্ষার জন্য ৮/১০টি প্রশ্ন তৈরি করে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন, এক এক ব্যাচে ১০ থেকে ৩০ জন ছাত্র পড়ানোর ফলে ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় না, প্রাইভেট পড়ানো একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগরীর নামীদামী কয়েকটি কলেজের অনেক শিক্ষক পরীক্ষার জন্য নোট প্রস্তুত করে ছাত্রদের সেই নোট কিনতে বাধ্য করেন। অনেকে নিম্নমানের বই লিখেছেন, সেই বই না কিনলে এবং সেই বই থেকে উত্তর না লিখলে নম্বর দেন না। সবচেয়ে বেশি প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে নগরীর দুই শতাধিক কোচিং সেন্টার। তারা ছাত্র আকর্ষণের জন্য নানারকম আধুনিক ফন্দিফিকির আবিষ্কার করে। ভাল ছাত্রদের বড় বড় হোটেলে 'ডিনার' উপঢৌকন প্রদান তার অন্যতম। কোচিং সেন্টারগুলোতে শিক্ষক হিসেবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষকের নাম প্রচার করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। তাদের নোট বা উত্তরপত্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারও শুরু হয়েছে। নোটের বদলে ইদানীং শিক্ষকদের কণ্ঠ রেকর্ড করে ক্যাসেট বিতরণ করা হয়। এছাড়া আছে বিদেশে ভর্তির গ্যারান্টি দেয়া কিছু ভুয়া প্রতিষ্ঠান। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও উক্ত প্রতিবেদনে নানা তথ্য পাওয়াযাবে।

তবে কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট কোচিং–এর বিরুদ্ধে কিছু বলার সময় সেগুলোর উপযোগিতার কথা অস্বীকার করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। ভাল ছাত্রের জন্য শিক্ষকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান যে কত জরুরি, সে কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট কোচিং শিক্ষার্থীদের কোনই উপকার করে না, এমন ভাবা অন্যায়। তবে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাই মূল ধারা। সে মূল ধারাটি অব্যাহত ও সচল রেখে কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট কোচিং–এর অস্তিত্ব অমঙ্গলকর নয়। কিন্তু কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট কোচিং যখন শ্রেণীকক্ষের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, ২০শে আগস্ট 'সংবাদ'–এর প্রতিবেদনটির মত, তখন দেশবাসী সেগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবেই। যেমনটি আজ উঠেছে।

( অবশিষ্টাংশ আগামীকাল )